৩) মহম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যাবলী পর্যালোচনা কর।

দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদ বিন তুঘলক ১৩২৪ খ্রিঃ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় উত্তরাধিকার সূত্রে মহম্মদ বিন তুঘলক এক বিশাল সাম্রাজ্য ও রাজকোষ পান, যা দিল্লীর আর কোনো সুলতান পাননি। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই এই বিশাল সাম্রাজ্যের জন্য কিছু প্রশাসনিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেন, যার বৈশিষ্ট্যই ছিল প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিনবত্ব। প্রচলিত ব্যবস্থার থেকে পৃথক তিনি কিছু কিছু নতুন পরিকল্পনা নেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীর বিবরণ থেকে পাওয়া যায় সুলতান যে সমস্ত কার্যসূচীগুলি গ্রহণ করেছিলেন তার সবগুলিই ছিল নিত্য নতুন। তাঁর প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভূমি সংস্কার নীতি। দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর, মুদ্রা সংস্কার প্রভৃতি। তবে একথা ঠিক যে এই ব্যবস্থায় নতুনত্ব থাকলেও সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না থাকায় অনেকগুলিই অসফল হয়েছিল। তবুও বিন তুঘলকের মৌলিক চিন্তা-ভাবনার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

ভূমি সংস্কার

সিংহাসন আরোহন করেই মহম্মদ তুঘলক এক নির্দেশনামা জারি করে ভূমিসংস্কারের একটি পরিকল্পনা করেন। তিনি নির্দেশ দেন প্রত্যেকটি প্রদেশ থেকে আয়-ব্যয়ের হিসেব লিপিবদ্ধ করে তা দিল্লী পাঠানোর। এরপর তিনি এক গুরুতরী সিদ্ধান্ত নেন, তিনি ভূমিসংস্কারের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে গঙ্গা ও দোয়াব অঞ্চলের মধ্যে রাজস্ব বৃদ্ধি করবে এবং এই অঞ্চলে রাজস্ব অধিক গুণ বৃদ্ধি করা হয়। এই সিদ্ধান্তটি নেন সম্ভবত ১৩২৫-২৭ খ্রিঃ মধ্যে। তবে জিয়াউদ্দীন বরনীর বর্ণনায় পাওয়া যায় এই অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১০-২০ গুণ। কর আদায়ের জন্য তিনি কঠোর পদক্ষেপ নেন, এরফলে কৃষি সমাজে চরম আঘাত নেমে আসে। কিন্তু অনাবৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় কৃষকদের জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তার ফলে এক অসন্তোষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

তবে বরনীর এই বিবরণ অতিরঞ্জিত বলে বর্ণনা করেছেন। ফেরিস্তার মতে কর বৃদ্ধি ছিল চার গুণ। তবে এই সময় দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ঘটেছিল যা সুলতানের আমলে এক দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করেছিল। জোরপূর্বক রাজস্ব আদায় করতে গেলে কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তবে এই কর ব্যবস্থা ব্যর্থতার জন্য সুলতানের পরিকল্পনা যতটা দায়ী ছিল তার চেয়ে বেশি দায়ী ছিল তার ভাগ্য। কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় তার রাজস্ব তো দূরে থাক আরও ঋণের জালে জড়িয়ে ক্রমশঃ ভূমিহীন হয়ে পড়েছিল।

তবে কৃষকদের এই অবস্থায় দুর্বিষহ হলে বৃদ্ধি পেলে মহম্মদ বিন তুঘলক কৃষকদের উন্নতিলাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। দিল্লীর সুলতানি ইতিহাসে প্রথম দেওয়ান-ই-কোহি নামে একটি কৃষিদপ্তর স্থাপন করা হয়। এই দপ্তরের প্রধান কাজ ছিল প্রত্যেকটি এলাকায় কৃষির উন্নতি ও বিকাশ করার ব্যবস্থা করা। এজন্য মহম্মদ তুঘলক এই কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে সোন্ধার নামক এক কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করান। এই দপ্তরের মধ্য দিয়ে তিনি কৃষকদেরকে ঋণ ও অনুদানের মধ্য দিয়ে কৃষির উন্নতি করাতে চেয়েছিলেন।

রাজধানী স্থানান্তকরণ

মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আরও একটি অন্যতম দিক ছিল রাজধানী স্থানান্তকরণ। এক্ষেত্রে তিনি ভৌগোলিক পরিস্থিতির বিচারে এমন একটি অঞ্চলে রাজধানী স্থাপনের জন্য চিন্তা করেন যা দিল্লীর তুলনায় অধিকতর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের অবস্থান তাই তিনি দেবগিরিকে বেছে নেন। এখান থেকে গুজরাট, বাংলাদেশ, তেলেঙ্গানা প্রভৃতি অঞ্চল ছিল প্রায় সমান দূরত্বে। যদিও ইবন বতুতার বক্তব্য থেকে পাওয়া যায় সুলতান দিল্লী বাসীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েই নাকি এরূপ সিদ্ধান্ত নেন। সমসাময়িক পরিস্থিতির দিকে নজর দিলে দেখা যায় দিল্লীতে বার বার মঙ্গোলদের হানা দেখা দিয়েছিল। তাই তিনি পরিস্থিতির বিবেচনা করে হয়তো প্রশাসনিক সুদৃঢ়করণের জন্য রাজধানী স্থানান্তকরনের চিন্তা-ভাবনা করেন। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গল অভিযানের ভয়কে অস্বীকার করা যায় না।

ঐতিহাসিক নিজামী রাজধানী স্থানান্তরের উদ্দেশ্য বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন যদি দিল্লী থেকে দেবগীরিতে শাসন করা কঠিন হয় তাহলে দেবগীরি থেকে দিল্লী শাসন করাও কঠিন ছিল, এটি সুলতানের বোঝার ক্ষমতা ছিল না। দঃ ভারত নিয়ন্ত্রণের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। তবে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে সুলতান কঠোর এবং হৃদয়হীন আচরণের পরিচয় দেন। ইবন বতুতার বর্ণনা থেকে জানা যায় সুলতান গভীর রাত অবধি জেগে থেকে দেখতেন শহরের কোথাও আলোর অস্তিত্ব আছে কিনা। তিনি আরও দেখেছেন ঐ দিল্লীর অনেক অন্ধ ও পঙ্গু বয়স্ক ব্যক্তি দিল্লী ত্যাগ করতে অসম্মত হলে সুলতান অন্ধ ব্যক্তিকে ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দেন এবং টানতে টানতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন।

যদিও রাজধানী স্থানান্তর বিষয় নিয়ে সমকালীন ও বর্তমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ঐতিহাসিক মহম্মদ হাবিবের মতে দেবগীরিতে মুসলিম শাসন সুনিশ্চিত করার জন্য এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এজন্য তিনি সুফি সাধকদের দেবগীরিতে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যারা নিম্নবর্গের হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে ঐতিহাসিক গার্দনে এর মতে সুলতানের এরকম সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনিবার্যতা। বার বার মঙ্গল আক্রমণে দিল্লীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দেবগীরির নতুন নামকরণ করেন দৌলতাবাদ। আধুনিক বেশিরভাগ ঐতিহাসিকদের মতে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাফল্য না আসায় বিন তুঘলকের এই সিদ্ধান্তকে হঠকারী সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হয়।

নতুনভাবে অঙ্কিত দৌলতাবাদকে যতখানি সম্ভব আধুনিক করে তোলার চেষ্টা করা হয়। শহরকে কয়েকটি মহল্লায় বিভক্ত করা হয়। অভিজাত, উলেমা, প্রশাসনিক কর্মচারী, সেনা, বণিক প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক মহল্লা নির্দিষ্ট করা হয়। দৌলতাবাদে প্রবেশের পর দিল্লী থেকে আগতদের বাসস্থানসহ অন্যান্য বস্তু নির্মাণের জন্য রাজকোষ থেকে উদার হাতে সাহায্য করা হয়। অবশ্য এতরকম সুযোগ-সুবিধা দিয়েও দিল্লী অধিবাসীদের মন জয় করা সম্ভব হয়নি। তবে আধুনিক গবেষকরা মনে করেন দৌলতাবাদে নতুন রাজধানী স্থানান্তকরণ হলেও দিল্লীর গৌরব কিছুটা হারিয়েছিল। পরবর্তীতে সুলতান দিল্লীর গরীমা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। অনেক আধুনিক গবেষক আবার মনে করেন দিল্লী থেকে রাজধানী কোনো অবস্থাতেই স্থানান্তরিত হয়নি। দৌলতাবাদ ছিল দ্বিতীয় রাজধানী কারণ দুটি শহর থেকেই মুদ্রা জারি হতে থাকায় এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল।

তবে নতুন রাজধানীতে স্থায়ীভাবে নতুন রূপ দেওয়ার পূর্বেই বিন-তুঘলক বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন। দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এদের মধ্যে ছিল মাবার, দ্বারসমুদ্র, বরঙ্গল। ফলে দক্ষিণে সুলতানী শাসন তার প্রভাব হারায়, এর সাথে দ্বিতীয় রাজধানী দৌলতাবাদের গুরুত্ব কমে আসে। ফলে বিন-তুঘলক 'পুনরায় দিল্লী' প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। ফলে সুলতানের স্বপ্ন অবাস্তবই রয়ে গেল। কিন্তু এর প্রভাব দিল্লীর রাজকোষের ওপর দেখা যায়। সাধারণ প্রজা থেকে অভিজাত উলেমা সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

মুদ্রা সংস্কার

মহম্মদ তুঘলক যে অর্থনৈতিক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেন, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল প্রতীকি মুদ্রার প্রচলন। সুলতান সম্ভবত ১৩২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দে এই মুদ্রার প্রচলন করেন। তার আগে অবশ্য চীনে এবং পারস্যে এই মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। বরণীর বিবরণ থেকে জানা যায় প্রতীকি মুদ্রায় তামার ব্যবহার দেখা যায়। যদিও ফেরিস্তার মতে ধাতুটি ছিল ব্রোঞ্জ। তবে সুলতান কেন এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক দেখা যায়। তিনি প্রচলিত সোনা ও রূপায় তৈরি

মুদ্রার মতোই সমানভাবে তামা ও পিতলের মুদ্রার প্রচলন আনেন।

তবে মহম্মদ-বিন-তুঘলক কেন এরকম সিদ্ধান্ত নিলেন যে সম্পর্কে বলতে গিয়ে জিয়াউদ্দীন বরণী বলেন বিন-তুঘলক যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য এইরূপ পদক্ষেপ নেন। অর্থাৎ, রাজধানীর অর্থ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ রাখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। রাজকোষেও অর্থ যদি যথেষ্ট ভালো পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। কারণ তামা ও পিতলের মুদ্রা বাজার থেকে প্রত্যাহারের সময়ে সুলতান সোনা ও রুপার মুদ্রাতেই ক্ষতিপূরণ করেছিলেন। অবশ্য নিজামীর মতে অর্থনৈতিক একটি কারণ হলেও সার্বিক কারণ ছিল না। বাংলা ও দাক্ষিণাত্য ভারত থেকে রুপার মুদ্রা আসা পাওয়ার ফলে বিন-তুঘলক প্রতীক মুদ্রার প্রচলন করেন।

ব্যবস্থা হিসাবে প্রতীকি মুদ্রা প্রচলনের সিদ্ধান্ত কোনো পাগলামী বা ক্ষতিকারী ছিল না। পরিকল্পনা হিসাবে এটি ছিল অভিনবত্ব। তবে সমস্যা ছিল অন্যত্র, মুদ্রা ছাপানোর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় যত্রতত্র মুদ্রা তৈরি হতে থাকে। আবার সুলতান মিশ্র ধাতুর যে মুদ্রা জারি করেন তাতে আরবি ও ফারসি ভাষায় সংখ্যা ও শব্দ উৎকীর্ণ ছিল। ভারতে এই জাতীয় মুদ্রা আগে কেউ দেখেনি। ফলে সাধারণ মানুষ এই মুদ্রা গ্রহণে অসম্মত হয়। ব্যাপক হারে এইসব মুদ্রা জাল হলে সমস্যা আরও তীব্র হয়। মুদ্রা এতটাই জাল ছিল যে দিল্লীর প্রাকারের বাইরে স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে থাকত, কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। ইবন বতুতার বিবরণ থেকে এই তথ্য জানা যায়।

সুলতান সহজলভ্য ধাতুতে নির্মিত মুদ্রা জাল হওয়া রোধ করতে পারেনি। বরণী লিখেছেন প্রতিটি বাড়িতে একটি টাকশাল গড়ে উঠেছিল। ব্যাপকহারে যে মুদ্রা জাল হয়েছিল তা সত্য। আসল ও নকল মুদ্রার প্রভেদ বোঝা যেত না। রাজকোষ নকল মুদ্রায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যজুড়ে থেকে রাজস্ব যেসব তামা ও পিতলের মুদ্রায় সংগৃহীত হচ্ছিল সেসবই ছিল জাল। সাম্রাজ্য জুড়ে এক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিল। বণিকেরা কোনোভাবে এই মুদ্রা গ্রহণ করতে চাইছিল না। অবশেষে প্রতীকি

মুদ্রা প্রত্যাহার করে রাজকোষ থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ করতে সুলতান বাধ্য ছিল।

বিদেশী পন্ডিত এডওয়ার্ড টমাস মনে করেন যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হিসাবে সুলতানের প্রতীকি মুদ্রার প্রচলন কোনো অন্যায্য বিষয় ছিল না। ঐতিহাসিক মেহেদি হুসেন সুলতানের এই ~~দূরদর্শী~~ পরিকল্পনাকে দূরদর্শী প্রশংসা করেন। সাময়িকভাবে ত্রুটি ছিল উন্নত এবং প্রগতিশীল পরিকল্পনা। কারণ পরবর্তীতে ভারতবর্ষসহ প্রতিটি দেশ প্রতীকি মুদ্রার ব্যবহার অনুসরণ করেন। কিন্তু জনগণের অসততা ও অসহায়তা এবং সুলতানের ভাগ্যনীতির কারণে এই ব্যবস্থাও সফল হয়নি। তাই ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই ধরণের অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তত্ত্বগত দিক থেকে নয় বাস্তবদিক থেকেও সুলতানের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল।